যুগান্তর

তারিখ 19 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ফোকাস বাংলা

গেটের সামনে ছাত্রীদের জটলা (বাঁয়ে); আবাসিক হল ছাড়ছে ছাত্রীরা

ইডেন হোস্টেল থেকে ২০ ছাত্রদল নেত্রীকে বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

রাজধানীর ইডেন কলেজের হোস্টেল থেকে শনিবার ছাত্রদলের ২০ নেত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরা কলেজের বিভিন্ন হোস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন। ছাত্রদল নেত্রীদের বহিষ্কার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র উত্তেজনা। বহিষ্কারের পরপরই কর্তৃপক্ষ ২০ নেত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে তালিকা পাঠায়। পরে রাতে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃতদের হোস্টেলছাড়া করার অভিযানও চালায়। কিন্তু পুলিশের অসহযোগিতা ও স্থানীয় বিএনপির শীর্ষনেতার চাপের কারণে তাদের হোস্টেল থেকে বের করা সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। তবে হোস্টেল কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক নাফিসা খাতুন জানান, অধ্যক্ষসহ পুরো স্টাফ কাউন্সিল অনড় সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়নে। কোন অবৈধ ছাত্রী হোস্টেলে থাকতে পারবে না।

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৮

বহিষ্কার : ইডেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ আজ সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান।

ওদিকে ছাত্রদল নেত্রীরাও যে কোন মূল্যে হোস্টেলে অবস্থানের প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। যুগ্ম-আহ্বায়ক শওকত আরা ঊর্মি জানান, অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত যাই নিক তারা হোস্টেলে থাকবেনই। পুলিশ ধরতে এলে বাঁচার চেষ্টা করবেন। না পারলে এবং গ্রেফতার করলে থানায় যাবেন। তবু হোস্টেল ছাড়বেন না।

ছাত্রদলের ইডেন কলেজ শাখার আহ্বায়ক সেলিনা সুলতানা নিশিতা, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আরিফা সুলতানা রুমাসহ সিনিয়র ২০ নেত্রীই হোস্টেলে অবৈধভাবে অবস্থান করছেন। অভিযোগ রয়েছে, হোস্টেলে থেকে সিট ব্যবসা, ভর্তি বাণিজ্যসহ নানা অবৈধ কাজ করে যাচ্ছে তারা।

হোস্টেলে অবস্থান করে নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটানোর দায়ে কর্তৃপক্ষ এর আগে হোস্টেলছাড়া করার উদ্যোগ নেয়। সর্বশেষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ১২ নভেম্বর অবৈধদের হোস্টেল ত্যাগে তিনদিনের আলটিমেটাম দেয়া হয়। কিন্তু তারা হোস্টেল ত্যাগ করেননি। সূত্র জানায়, পরে ১৬ নভেম্বর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবৈধ ছাত্রীদের হোস্টেল থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষকে পত্র দেয়। পত্রে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার দিকে নজর রাখা এবং অবৈধদের হোস্টেল থেকে উচ্ছেদের নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী শনিবার সকাল থেকে অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহান-ই-ওলশান মাহমুদা খানমের সভাপতিত্বে কলেজের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী বডি 'স্টাফ কাউন্সিল', 'বিভাগীয় প্রধান' এবং 'হোস্টেল কমিটি'র দফায় দফায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সূত্র জানায়, সভাগুলোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া নির্দেশনা পর্যালোচনা এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী লালবাগ থানা ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবৈধ বোর্ডার উচ্ছেদে পরিচালিত অভিযানে সহায়তার জন্য পত্র দেয়া হয়। পত্রে অধ্যক্ষ পুলিশকে ১৬ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া ছাত্রীদের বহিষ্কারের আদেশ এবং সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন। কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিকাল ৪টা থেকেই কলেজ ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে মহিলা ও পুরুষ পুলিশ মোতায়েনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অভিযানকালে হোস্টেল থেকে উচ্ছেদের সংবাদ নেত্রীদের কাছে পৌঁছার পরে অবৈধ ২০ নেত্রী সুলতানা রাজিয়া ও জেবুন্নিসা হোস্টেল দখল করে নেয়। তারা হোস্টেলের কলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় ও দাড়োয়ানদের হোস্টেল থেকে বের করে দেয়।

বিকাল ৪টার পরে কলেজের ১৮৮ শিক্ষকের সবাই এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অবৈধদের উচ্ছেদে নেমে পড়েন। সঙ্গে ছিল মাত্র লালবাগ থানার দশ পুলিশ সদস্য। টিম দুটি রাজিয়া হোস্টেল ও জেবুন্নিসা হোস্টেলের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ঢুকেই তারা চিহ্নিত রুমগুলোতে অভিযান চালায়। কিন্তু ততক্ষণে হোস্টেলের পেছনের দরজা দিয়ে নেত্রীরা পালিয়ে যায়। পরে সব ছাত্রীকে হোস্টেল থেকে বের করে দিয়ে পরিচয় পত্র দেখে দেখে হোস্টেলে ঢোকানো হয়। রাতে শিক্ষকরা চলে যাওয়ার পর নেত্রীরা আবার হোস্টেলে ঢুকে পড়ে।

হোস্টেল কমিটির আহ্বায়ক ও রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাফিসা খাতুন যুগান্তরকে জানান, অবৈধ ছাত্রীদের উচ্ছেদের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ঊর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে কাজ চলছে। রাত হয়ে যাওয়ায় শনিবার স্থগিত করা হয়। রোববার আবার অভিযান নামবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, তারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। সকালেই আবার অভিযান শুরু হবে।

২০ জন অবৈধ

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পুলিশের ঊর্ধ্বতন মহল এবং লালবাগ থানায় হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত ও অবৈধ ছাত্রদলের ২০ নেত্রীর নাম পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ছাত্রদলের আহ্বায়ক নিশিতা, যুগ্ম-আহ্বায়ক রুমা, ঊর্মি, সীমা, রেহানা, রুবিনা, জেনি, সাবেক নেত্রী মুকুল, সাগর প্রমুখের নাম রয়েছে। এরা সবাই মিলে চারটি হোস্টেলের ২৯টি কক্ষ দখল করে রেখেছে বলে জানা যায়।

হোস্টেল কমিটির আহ্বায়ককে হুমকি

ওদিকে বেলা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নিশিতা ও রুমার নেতৃত্বে ছাত্রদল নেত্রীরা হোস্টেল কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক নাফিসা খাতুনের অফিসে ঢুকে গেট লাগিয়ে দেন। নেত্রীরা তাদের বৈধ পরিচয় পত্র দেয়ার জন্য তাকে চাপ দেন। এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক সিদ্দিক ও নাসের এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক নাসের ছুটে যান। তারা তাকে উদ্ধার করেন। অধ্যাপক নাফিসা অবশ্য যুগান্তরের কাছে এ ঘটনা